কুমিল্লা জেলার অর্ন্তগত চান্দিনা থানার
বদরপুর বাজারে ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত
প্রচলিত ছয় উসুলী তাবলীগ সমর্থক
দেওবন্দীদের সাথে

বদরপুরের বাহাছ

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

তাবলীগের বিপক্ষ ঃ
আল্লামা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল-ক্বাদরী

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সভাপতি

আমি চেয়ারম্যান মোঃ মনিরুল হক ৮নং মাইজখার ইউনিয়ন বদরপুর বাজারের ১৪।৪।৭৭ ইং তারিখের বাহাছে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার সঙ্গে আরও ৪ জন থানা পর্য্যায়ের সরকারী অফিসার শালিস হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

১। জনাব **সহীদ উল্লাহ্** মজুমদার সার্কেল অফিসার (রাঃ) চান্দিনা।

২। জনাব **কেনু মিঞা** চৌধুরী থানা শিক্ষা অফিসার চান্দিনা

৩। জনাব **আবদুর রহিম** প্রজেক্ট অফিসার চান্দিনা।

৪। জনাব **আবদুল আহাদ** এডভোকেট, সাং হারিপাড়া থানা—চান্দিনা।

উক্ত বাহাছে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, বর্ত্তমান প্রচলিত তাবলীগ সমর্থনকারী আলেমগণ লা-জওয়াব ও পরাজিত কাজেই পুনরায় ৫।৫।৭৭ ইং সভা করিয়া জন সমুদ্রে আমি জানাইয়া দিয়াছি যে, ওহাবী তবলীগী পক্ষ পরাজিত।

তবলীগ পক্ষ :—

স্বাক্ষর :—**মাওঃ আশরাফ উদ্দীন আহম্মদ** ১৪।৪।৭৭ ইং

তবলীগের বিপক্ষে :—

স্বাক্ষর :— **মাওঃ আকবর আলী রেজভী** ছুন্নি আল কাদেরী ১৪।৪।৭৭ ইং।

মোঃ মনিরুল হক
চেয়ারম্যান
৮নং মাইজখার ইউনিয়ন পরিষদ
থানা—চান্দিনা, জিলা কুমিল্লা।

মোনাজেরা মজলিস

স্থান :—বদরপুর বাজার মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ

থানা—চান্দিনা, জিলা কুমিল্লা।

তারিখ :—১৪।৪।৭৭ ইং

সময় :— বেলা ২ ঘটিকা হইতে

বাহাসের প্রারম্ভে শান্তি ও শৃংখলার উপর আলোকপাত করে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জনাব হাসান আলী বি এ, বি, টি,। তিনি বলেন, "মাইজখার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাওলানা রেজভী সাহেবের নিকট তাবলীগ জায়েজ' কি জায়েজ নয় এ ব্যাপারে মীমাংসার জন্য এক সভায় আবেদন করেন। এই সভার প্রাথমিক অবতারনায় বিতর্কিত মত আছে। তিনি চান্দিনা থানার ইজ্জত রক্ষার্থে দল মত নির্বিশেষে শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য সকলের নিকট আবেদন রাখেন। তিনি তাহার ব্যক্তিগত সম্মানের খাতিরেও এই আবেদন রাখেন। সভাপতি নির্বাচনে বিজ্ঞ আলেম উপস্থিত রাখতে না পারায় কর্তৃপক্ষীয় সূত্রকে দায়ী করা হয়। সাংগঠনিক কিছু বিচ্যুতির জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করে মাইজখার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মনিরুল হক সাহেবকে সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতি আসন গ্রহণ করার পর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর সভার কাজ আরম্ভ করা হয়। চেয়ারম্যান সাহেব সভা

পরিচালনার নিয়মাবলী ও বিচারকমণ্ডলীর নাম ঘোষণা করেন।

বাহাসকারী :—

* তবলীগের পক্ষে :—

মাওলানা **আশরাফ উদ্দীন** ও তার দল।

* তাবলীগের বিপক্ষে :—

মাওলানা **আকবর আলী** রেজবী ও তার দল।

সভাপতি সাহেব তাবলীগের বিপক্ষে মাওলানা আকবর আলী রেজভী সাহেবকে প্রথমেই তাহার বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানান।

মাওলানা আকবর আলী রেজভী :— ২০ মিনিট

ধর্মীয় মতভেদের মীমাংসায় এই সভার আয়োজন করা হয়েছে বলে জনাব রেজভী সাহেব তাহার বক্তব্য আরম্ভ করে তিনি মিলাদ পাঠ করতে চাইলে কেয়ামী ও লা-কেয়ামীর অজুহাতে মীলাদ বন্ধ রাখা হয়; শুধু দরূদ শরীফ পাঠ করে তিনি বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন : বর্ত্তমানে প্রচলিত নব আবিস্কৃত স্বপ্ন-প্রাপ্ত ইলিয়াসী ছয় উছুলের তবলীগ কোরান, হাদীস, এজমা ও কেয়াস কোথাও উল্লেখ নাই। বরং তবলীগ সমর্থনকারীদের মাঝে কুফুরী আকায়েদ রয়েছে; সুতরাং তাহারা কাফের। তিনি একথা প্রমাণ করার শপথ ঘোষণা করেন। তিনি তবলীগ জমাতের আমীর মৌ: বছির উদ্দিন প্রণীত 'তবলীগের পথে' নামক পুস্তকের উদ্ধৃতি করে বলেন : ইহা ইলিয়াস প্রবর্ত্তিত তবলিগের নিয়ম ২৮—২৯ পৃষ্ঠা। তিনি আরও ও বলেন যে এই তবলীগ হজরত রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়নি; উহা

কেবল মৌঃ ইলিয়াসের স্বপ্ন প্রাপ্ত।

২য় পুস্তক :— আল্-আছরে প্রণীত মৌঃ হাছেন আলী বর্ত্তমানে প্রচলিত তবলীগের আমীর।

১ পৃঃ—"আমীরকে খুব মান্য করিবে, আমীরের কাছে কাছে থাকিবে ; আমীরের হুকুম ছাড়া কোন কাজ করিবে না, ইচ্ছামত বাহিরে গিয়া মরিলে বেঈমান হইয়া মরিবে। আমীরই পীর মানুষের নিকট কলেমা নাই।"

৩য় পৃঃ—"ওয়াজ ও মাদ্রাসার দ্বারা নাছ তৈয়ার হয়, তবলীগ জমাতে রুহ্ তৈয়ার হয়; শুধু নাছ দ্বারা সত্যিকার প্রচার বাকী থাকিবে এবং জাহান্নামে যাইতে হইবে "

৪নং পৃঃ—"আজকাল আমাদের ব্যবস্থা দিয়া নবী সাহেবের ব্যবস্থা বদল করা হইয়াছে।"

পুস্তক মলফুজাত :—পৃষ্ঠা ৪৪

"তৎপর বলেন—আজকাল আমার উপর সত্যিকার এলেম এল্কা করা হয় (ঢালিয়া দেওয়া হয়)। এই জন্য কোশেষ করেন আমার ঘুম বেশী হয়; খুশ্কীর জন্য ঘুম কম হইতেছিল, তৎপর আমি হেকিম ও ডাক্তারের পরামর্শ মত মাথায় তৈল মালিস করাতে ঘুম বেশী হইতেছিল। তিনি বলেন এই তবলীগের তরীকাও স্বপ্নেই আমার উপর উদ্ঘাটিত (কাশ্ফ) হইয়াছিল।

মলফুজাত—৪৪ পৃষ্ঠা :—

'কুন্তম্ খায়রা উম্মাতিন্' এই আয়াতের তফসীর ও খাবে এইরূপ এলকা হইাছে যে, "তোমরা নবীদের মত মানুষের

নিকট তবলীগের জন্য প্রেরিত হইয়াছ।"

'তবলীগের পথে'—২৮/২৯ পৃষ্ঠা :—

প্রণেতা, মৌঃ বছির্ উদ্দীন, তবলীগ জমাতের আমীর "খোদা তায়ালার এরশাদ—'কুন্তম্ খায়রা উম্মাতিন্ এর পরিপ্রেক্ষিতে আমর প্রতি এই হুকুম হইল— "হে ইলিয়াস, তুমি পয়গম্বরদের মতই লোকদিগের জন্য প্রেরিত হইয়াছ।"

পুস্তক, 'দাওয়াতে তবলীগ'—৫৫ পৃষ্ঠা :—

"কিয়ামত দিবসে সমস্ত মানব যখন কঠিন আযাব দর্শন করিয়া মহাভয়ে কম্পিত হইতে থাকিবে, এমন কি নবীগণ পর্যন্ত নফ্সি নফসি বলিয়া সভয়ে চীৎকার করিতে থাকিবে; তখন এই মোজাহেদ বান্দাগণকে আল্লাহ সম্পূর্ণ ভয়শূন্য করতঃ শান্তির ছায়া দান করিবে।

উক্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা রেজভী সাহেব প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন করেন :—

মোজাহেদ কাহারা ?

পুস্তক 'দোয়া মাছুরা' ৫২—পৃষ্ঠা :—

(প্রণেতা মুফ্তী ফয়েজ উল্লাহ্, হাটহাজারী চট্টগ্রাম) ফেরেশ্তাগণ নবী (দঃ) এর গোনাহ মাফীর প্রার্থনা করেন।

ইহার পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা রেজভী সাহেব বলেন এই ধরণের বিশ্বাসীকে যারা কাফের না জানে তারাও কাফের।

হেদায়াত নামক পুস্তক, (প্রণেতা মৌঃ আবদুল হাকিম এম, এ, এফ, এম, ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সিনিয়ার প্রফেসার) পৃষ্ঠা :— ৩২।

মীলাদের কেয়াম সম্বন্ধে—"মোট কথা, এই দাঁড়াল অর্থাৎ কিয়াম প্রথম কারণে বেদআত ও নাজায়েজ, দ্বিতীয় কারণে হারাম ও গোনাহ্, তৃতীয় কারণে কুফুরী ও শেরেকী এবং চতুর্থ কারণে কুধারণা জনিত কবিরা গোনাহ হইবে। অতএব, কোন কারণেই ইহা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত ও জায়েজ নহে।"

মাওলানা রেজভী সাহেব বলেন "এইরূপ আকীদাধারী বা বিশ্বাসী নিঃসন্দেহে কাফের।"

প্রকাশ থাকে যে মীলাদ ও কেয়াম তাজীমে রাসুল এবং তাজিমে রাসুল জুজে ঈমান (ঈমানের অংশ)।

সময়ের অভাবে তিনি তাহার উদ্ধৃতি অসমাপ্ত রেখে তাহার বক্তব্য শেষ করেন।

* তবলীগের পক্ষে :— **মৌলানা আশরাফ উদ্দীন :—** ২০ মিনিট।

বর্ত্তমানে প্রচলিত তবলীগ কথাটির উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি মাওলানা রেজভী সাহেবকে মূল বক্তব্য পাশ কাটিয়েছেন বলে অভিযুক্ত করেন।

পুস্তক 'মলফুজাত' : উর্দু কিতাব। লেখক মৌলনা ইলিয়াস সাহেবের ইশারা ইঙ্গিতে পুস্তকে লিখেছেন। তিনি মৌলানা ইলিয়াসের লিখিত কোন পুস্তক আছে কিনা জানতে চান, যেখানে রেজভী সাহেবের উদ্ধৃত বক্তব্য প্রমাণ করে। মলফুজাত ইলিয়াস সাহেবের কোন লিখিত পুস্তক নয় বলে এর বক্তব্য যুক্তিযুক্ত নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি মূল বক্তব্যকে ইলিয়াসী তবলীগ

নয় বলে অভিহিত করেন। বরং বর্ত্তমান প্রচলিত তবলীগে কুফরী আছে কিনা প্রমাণ করার জন্য জনাব রেজভী সাহেবকে আহ্বান করেন। "তবলীগের পথে' এই নামে কোন কিতাব নাই বলে তিনি দাবী করেন। মাওলানা রেজভী সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত রেফারেন্স কিতাব সম্বন্ধেও তিনি একই মন্তব্য করেন।

প্রচলিত তবলীগের আমীরদের নেছাব পুস্তকগুলি উর্দু ও বাংলাতেও লেখা আছে। এসবের মধ্যে কোন প্রকার কুফুরী আছে কিনা তা' প্রমাণ করার জন্যে তিনি জনাব রেজভী সাহেবকে আহ্বান করেন।

১। হেকায়েত ছাহাবা
২। ফাজায়েলে নামাজ
৩। ফাজায়েলে তাবলীগ
৪। ফাজায়েলে জিকির
৫। ফাজায়েলে কোরান মজীদ
৬। ফাজায়েলে রমজান
৭। ফাজায়েলে দরূদ শরীফ

এই সব রেসালায় ইসলামের বিপক্ষে কোন মতবাদ আছে কিনা তা

তিনি মাওলানা রেজভী সাহেবের কাছে জানতে চান

তিনি বলেন— "বাল্লেগু আন্নি ওয়ালাও কানা আয়াতান্।' অর্থাৎ,

রাসুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন—আমি যাহা বলি তাহা যারা শুনেন নাই তাহা অন্য লোককে শোনাও।

তিনি তবলীগের পাঠ্য পুস্তকটি বিচারক মণ্ডলীর নিকট পেশ করেন। রেজভী সাহেব কর্তৃক উদ্ধৃত সব পুস্তক তবলীগের নয় বলে পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করেন। কুফুরী সম্পর্কে তিনি

রেজভী সাহেবের নিকট জান্‌তে চান। তিনি আরও বলেন বর্ত্তমানে প্রচলিত তবলীগে যোগদানকারী লাখো আলেমের কাছে যাহা ধরা পড়েনি তাহা কেমন করে রেজভী সাহেবের নিকট ধরা পড়িল ?

মৌলানা আশরাফ উদ্দীনের সময় শেষ হইলে তার বক্তব্য সমাপ্ত হয়।

* [মৌলানা আশরাফ উদ্দীনের পরিচয় :—
কুমিল্লা জিলার বড়ুরা থানার খারেজীদেওবন্দী মাদ্রাসার মোহাদ্দেস।

মাওলানা রেজভী সাহেব :—১৫ মিনিট, মাওলানা রেজভী সাহেব দাঁড়াইয়াই মৌলানা আশরাফ উদ্দীনের পাঠ করা হাদীসের ভুল ধরেন যে, হাদীসের মধ্যে 'কানা' শব্দ নাই, অথচ তিনি কেমন করে পাঠ করলেন। এবং হাদীসের অর্থ ও ভুল করলেন। তিনি তবলিগ জমাতের উদ্ধৃত পুস্তকগুলি, যাহা এদেশে বহুল প্রচলিত আছে সেসব, হাতে নিয়া খুব জোড় দিয়ে বলেন—'এই পুস্তকগুলি আমিতো লিখি নাই? আপনারা লাখো আলেম কোন দিন ঐগুলির প্রতিবাদ করেছেন কি ? তিনি বলেন এই ছয় উছুলের তবলীগ কোরান হাদীসে নাই, আছে বলে প্রমাণ করিতে পারেন কি ? আদম আলাইহিচ্ছালাম হইতে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ছাহাবায়ে কেরাম হইতে তরীকতের ঈমাম ও আওলিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত এই ছয় উছুলের তবলীগ কেহ করেন নাই ; করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ করতে পারেন কি ? আমীরগণ বলে থাকে—তবলীগ জমাতে ১ রাকাত নামাজ পড়িলে ৭ লাখ রাকাতের ছাওয়াব হয়, ১ চিল্লা দিলে ৭ হজ্বের ছোয়াব হয় ; ১ পয়সা তবলীগে গিয়া খরচ

করিলে ৭ লাখ পয়সার ছোয়াব হয়। এই ফাজায়েল কোরাণ হাদীসে প্রমাণ নাই, এই সমস্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণা; এহেন প্রতারণার উদ্দেশ্য কি? আপনাদের ছয়টি পুস্তক যাহা বিচারকমণ্ডলীর কাছে পেশ করলেন ঐ সমস্ত ইলিয়াসের নয় বলে অস্বীকার করেছেন; অথচ উর্দু মলফুজাতের প্রথম পাতা ছিড়িয়া রাখলেন কেন? তাহাতে ইলিয়াসের নাম ধরা পড়ে যাবে বলে ভয় করেন কি? এই যে দেখুন, অন্য গুলিতেও ইলিয়াসের নাম স্পষ্টাক্ষরে রয়েছে।

অতঃপর মাওলানা রেজভী সাহেব তবলীগীদের কুফুরী আকায়েদ সম্পর্কে বলেন কোরাণ মজীদ সুরায়ে তওবা ১০ পারা ৯ রুকু ব্যাখ্যা করতঃ স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যারা গালি দেয় বা মানহানীর কথা বলে তাহারা কাফের, এবং গালিকে আরবীতে বলা হয় কুফুরী কালাম।

পুস্তক ছেরাতে মোস্তাকীম (উর্দ্দু) লেখক ইসমাঈল দেহলভী। ১৩৬ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখালেন যে, নামাজের মধ্যে জিনার ধারণা করা যায় সহবাসের ধারনা বরং বেশী ভাল; এবং ঐ নামাজে গরু ও গাধার ধারণা করা যায়, কিন্তু তাজিমের সহিত রাসুলে পাকের ধারণা করিলে কাফের ও মুরশীক হয়। 'এইরূপ আক্বীদাধারী কাফের' বলে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করে জনাব রেজভী সাহেব তাহার বক্তব্য শেষ করেন।

* তবলীগের পক্ষে : মাওলানা সোলায়মান ১৫ মিনিট :—

তিনি ছয় উছুল সম্পর্কে বলেন কালেমা নামাজ, একরামুল মুসলেমীন, তাছ্হীহে নিয়ত, এলেম ও জিকির; নাফ্রুন ফি

ছাবিলিল্লাহ্ ইত্যাদি। আবু দাউদ শরীফ ৩৬৮ পৃষ্ঠা উল্লেখ করে বলেন ৪৯,০০০০০০ (উন পঞ্চাশ কোটি) ছোয়াব পাওয়া যায়। কুফুরী কিরূপে হয় একথা জানার জন্য পুনরায় রেজভী সাহেবকে আহ্বাণ করেন।

* তবলীগের বিপক্ষে :—

মাওলানা রেজভী সাহেব :—

তিনি বলেন : ধোকাবাজকে আরবী ভাষায় 'দজ্জাল" বলে। মৌলভী মাওলানা দাবী করতঃ হাদীস নিয়া প্রতারণা করা ঘোরতর অপরাধের কাজ। উল্লিখিত হাদীসে বর্ত্তমান প্রচলীত তবলীগ তো দূরের কথা, শুধু শুধু তবলীগের কথা ও উল্লেখ নাই। ছয় উছুলের ইলিয়াছী তবলীগ নয়া দিল্লীর মৌলুভী ইলিয়াছ মেওয়াতীর মনগড়া তৈয়ারী নতুন ধর্ম। এবং ইহার প্রমাণ কল্পে জনাব রেজভী সাহেব জোরদার চ্যালেঞ্জ করেন।

* তবলীগের পক্ষে :—

মাওলানা আশরাফ উদ্দীন :—

তিনি বলেন আমীরগণ তবলীগ পরিচালনার জন্য ছয় উছুল প্রবর্তন করেছেন বলে জানান, কোরাণ হাদীসে আছে কিনা এ সম্পর্কে মাওলানা সোলায়মান বলেন ছয় উছুলকে ছয় নম্বর বলা হয়। ইসলামের মতে মানুষকে হেদায়েত করার জন্য এর প্রবর্তন; এগুলি কোরাণ হাদীস থেকে শরীয়ত সঙ্গত ভাবে নেওয়া হয়েছে। এর আমলের দ্বারা একটা মানুষ

প্রকৃত মুসলমান রূপে রূপান্তরীত হয়। ইতিমধ্যে জনাব সভাপতি সাহেব এই প্রচলিত তবলীগের প্রবর্তক কে? জানিতে চাইলে উহার জাবাব দিতে তিনি ব্যর্থ হন।

※ তবলীগের বিপক্ষে :—

মাওলানা রেজভী সাহেব :—

তিনি প্রচলিত তবলীগ সমর্থকদেরকে এমন কথার উদ্ধৃতি দিতে বলেন যে ছয় উছুল কোরাণ হাদীসে আছে কিনা কিংবা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লালাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এই তবলীগের প্রবর্ত্তক কিনা? প্রমাণ দর্শাইতে আহ্বান করেন

※ তবলীগের পক্ষে :—

মৌঃ সামছুল হক : রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সময়ে যতটুকু আয়াত নাযিল হইত ঠিক ততটুকুর তবলীগ হইত এবং কাফেরদের নিকট তবলীগ হইত। তিনি দেশের লোকদের ইসলামী শিক্ষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে অভিহিত করেন। শুধু ছয় উছুলের মধ্যেই নয় এর বাহিরে ও তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

※ বিপক্ষে : **মাওলানা রেজভী সাহেব :—**

কুফুরী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই দলের মুরব্বীগণের আকায়েদের মধ্যে বহু কুফুরী রয়েছে। যথা—(১) রাসুলে পাক মরিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, কবরে জিন্দা নাই।' এই ধারণা যার মধ্যে আছে সে কাফের। তবলীগী দেওবন্দীদের মুরুব্বী ইসমাঈল দেহলুভী এই কথা তাকভীয়াতুল ঈমাণ

নামক পুস্তকে লিখেছে, তাই এদের বাহ্যিক আমলের কোন মূল্য নাই, এবং এরাও কাদিয়ানীদের মতন কাফের বলে মাওলানা রেজভী সাহেব ঘোষণা করেন।

২) "রাসুলে পাক আল্লাহ্‌র সামনে চামারের চাইতে নিকৃষ্ট।" উক্ত ইসমাইল দেহলুভী কৃত তাকভীয়াতুল ঈমান।

৩) আল্লাহ্ পাক মিথ্যা বলতে পারেন। দেওবন্দীদের মুরুব্বী রশীদ আহ্‌মদ গাঙ্গুহী ফতুয়ায়ে রশীদিয়া নামক পুস্তকে লিখেছে এই জন্য তাহারা কাফের। বাহ্যিক আমলের রূপ দেখায়ে ঈমানদারদিগকে বেঈমান বান চ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৪) রাসুলে পাকের এলেমের চাইতে শয়তানের এলেম বেশী।

৫) রাসুলে পাককে সম্মান করিতে হইলে বড় ভাইয়ের মতন, এর চেয়ে বেশী নহে। এহেন আকায়েদের কারণে মাওলানা রেজভী সাহেব তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন শুধু বাহ্যিক আমল যথা শুধু নামাজ রোজা টুপী এবং হাদীস কোরাণ পড়লেই মানুষ মুসলমান হয় না; আসল সম্পদ ঈমান।

৬) "রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) গোনাহ্‌গার, ফেরেশতাগণ তাঁহার গোনাহ মাফীর প্রার্থনা করেন? দোয়ায়ে মাছুরা নামক বাংলা পুস্তকে চট্টগ্রামস্থ হাটহাজারী মাদ্রাসার নামধারী মুফ্‌তী ফয়েজ উল্লাহ্ নামক জনৈক দেওবন্দী মৌলভী উক্ত আকিদাটি লিখিয়াছে বলে মাওলানা রেজভী সাহেব উদ্ধৃত করেন। এই আকীদার দরুণ এই দল কাফের এবং ইহাতে সন্দেহ স্থাপনকারীও কাফের বলে মাওলানা রেজভী ঘোষণা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে

কোরাণ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত করেন যে, সমস্ত নবীগণই মাছুম বা নিষ্পাপ ইহার প্রতি মুসলমানের ঈমান রাখতে হবে।

* পক্ষে : **মাওলানা আশরাফ উদ্দিন :—**

তিনি বলেন আমাদের প্রদত্ত ৭টি বই ছাড়া বাকীগুলি আমরা মানি না রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রবর্তীত তবলীগই আমরা করি।

* বিপক্ষে : **মাওলানা ফজলুল করীম** সাহেব :—

তিনি বলেন কোরাণের নির্দ্দেশ সম্পর্কে যে সব দল ইসলামকে বিপথে নিতে চায় তাদেরকে জীবনের বিনিময়ে রুখতে ছবে। তবলীগ বিরুধী পক্ষকে মামলায় আদালত কর্ত্তৃক নির্দোষ ঘোষণা করে একটি রায় দেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের তবলীগ নীজেও তাহার দল সহ স্বীকার করবেন বলে মত প্রকাশ করেন।

* পক্ষে : **মাওলানা সোলায়মান :—**

তিনি বলেন মলফুজাত ২৪ পৃষ্ঠা হুজুর (ছাঃ) এর রেছালাত প্রবর্তন করা উদ্দেশ্য ; ছয় উছুল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মাত্র। ছুরায়ে তওবা "ফালাওলা নাফারা ... ... শেষ পর্যন্ত। "বড় জমাত থেকে ছোট দল শিক্ষার জন্য বাহিরে যাও এবং শিখে এসে বাকীদেরকে শিখাও। ছয় উছুলের প্রবর্তকের নাম তিনি বলিতে পারেন নি।

তিনি বোখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—বোখারী শরীফের ৫৮৫ পৃষ্ঠায় : হুজুরে পাকের (সাঃ) জমানায় ২/৪ জন করে তবলীগে পাঠাতেন কাফের ছাড়াও মুসলমানের কাছেও তবলীগের দাওয়াত নিয়ে যাওয়া কোন খারাপ নয়। তবলীগ বিদেশে অমুসলমানকেও মুসলমান করেছে। এর কারনে মুসলমানেরা ও শিখ্ছে। তিনি বলেন, এটা অনেকটা ওয়াজের মত।

বোখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড : যারা উপস্থিত অনুপস্থিত দেরকে পৌছাইয়া দাও। ব্যাখ্যা হচ্ছে দল বেঁধে ইসলামী শিক্ষিতরা অন্যান্যদেরকে শিখাচ্ছেন। ছয় উছুল শিক্ষা দ্বারা ইসলাম শিক্ষার পূর্ণতা আনয়ন করে। ছয় উছুলে যেসব শিক্ষা আয়ত্ব করা হয়; এর সবই কোরাণ হাদীসের সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ।

তৎপর সোলায়মান সাহেব রেজভী সাহেবকে তবলীগে কোন খারাপ মতবাদ শিক্ষা দেওয়া হয় কিনা তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেবার কথা বলেন।

* বিপক্ষে—**মাওলানা ফজলুল করীম :—**

ছয় উছুল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, এই ছয় উছুল কোরাণ হাদীসে নাই। তিনি গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলেন যে, ছয় উছুলের তবলীগ জায়েজ বলিয়া কোথাও নাই। তিনি ছয় উছুলকে ফরজ বলা হয় কিনা তাহা তবলীগ সমর্থকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি শুধু কলেমা এবং নামাজকে ফরজ বলে স্বীকার করেন বাকী উসুল গুলি ফরজ নহে। ফরজ ও গায়ের ফরজে মিলিত এই ছয় উছুল, সময়ের বিবর্তনে পাঁচ উছুলের পরিবর্তে কোন এক সময়ে ফরজ হিসাবে বিবেচিত হয়ে ইসলাম বিকৃত হয়ে যেতে পারে বলে বিপক্ষ দল তবলীগকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

※ পক্ষে : **মাওলানা সোলায়মান :—**

তবলীগ জামাত ইসলামের পাচ বেনাও মানে বলে মাওলানা ফজলুল করীম সাহেবের স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করেন তবে ছয় উছুল পাচ বেনাকে সুষ্ঠভাবে আদায় করার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে বলে তিনি উক্তি করেন।

※ বিপক্ষে : **মাওলানা রেজভী সাহেব :—**

তিনি বলেন—তবে কি সাড়ে তের শত বৎসর যাবত পঞ্চ বেনার

ইসলাম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয় নাই ? ইসলাম ধর্মে ইফ্‌রাত' ও "তফ্‌রীত' অর্থাৎ, কম ও বেশী করার অধিকার কারও নাই; ইহা ইহুদী ও নাছারাদের কার্য্য মাওলানা রেজভী সাহেব আরও জিজ্ঞাসা করেন যে যদি ইলিয়াসী তবলীগ তাহারা না করে থাকেন তবে সাড়ে তেরশত বৎশর পর কে এই সর্বনাশা তবলীগ আবিষ্কার করেন ? তিনি ইলিয়াসী তবলীগকে কাফের বলেন। তবলীগের পক্ষে যারা, তারা স্বীকার করেন যে, বর্ত্তমানে প্রচলিত তবলীগ ইলিয়াসী তবলীগ নহে।

❋ পক্ষে : **হাসান আলী বি, টি :—**

বর্ত্তমান প্রচলিত তাবলীগের প্রবর্ত্তকের নাম বার বার জিজ্ঞাসা করায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন।

❋ জনাব **সভাপতি সাহেব :**

মাওলানা রেজভী সাহেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত কিতাবগুলি যদি তবলীগ সমর্থকদের না হয়ে থাকে তবে তবলীগীরা কোথাও এর প্রতিবাদ করেছেন কিনা তা তিনি তবলীগ সমর্থকদের জিজ্ঞাসা করেন, অন্যথা এসব কিতাবে কুফুরী লিখা রয়েছে তাই ভবিষ্যতে এর কোন প্রতিবাদ করার প্রস্তাব গ্রহণে তারা রাজী আছেন কিনা ? তাহাও তিনি জান্‌তে চান। অতঃপর তবলীগ সমর্থকগণ নিরুত্তর থাকিলে জনাব সভাপতি সাহেব মাওলানা রেজভী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মসজিদে মসজিদে তবলীগ করতে যাওয়া কুফুরী, না যারা এসব কিতাব নিয়ে তবলীগ করে তারা কাফের ?

❋ **মাওলানা রেজভী সাহেব :** যারা মসজিদে মসজিদে তবলীগ করতে যায় এ কিতাব সমুহ তাদেরই রচিত। সে হেতু

কাদিয়ানীরাও তবলীগ করে; নামাজ কলেমা শিখায় ও শিক্ষা করে। অথচ সমগ্র বিশ্বের উলামাগণ মির্জা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানি সহ তার দলবলকে কাফের বলে ফতুয়া দিয়াছেন। এই হেতু, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রি জুলফিকার আলী ভুট্টো কাদিয়ানীদের 'নন্-মুসলিম' বলে ঘোষণা করতঃ তাদের তবলীগ করা ও হজ্জে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন মসজিদে মসজিদে যাইয়া নামাজ কালেমা, ছুরাহ কেরাত শিক্ষা করার ও শিক্ষা দেওয়ার নাম তবলীগ নয়। ইহাকে তালীম ও তায়াল্লুম অর্থাৎ শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ বলা হয়। পক্ষান্তরে কাফেরকে কলেমা ঈমানের দাওয়াত দেওয়াকে তবলীগ বলে। মসজিদে যেহেতু কাফের আসেনা সেহেতু, মসজিদে মুসুল্লীগণকে কলেমা ঈমানের দাওয়াত দেওয়া কুফুরী। পুনশ্চ, যেহেতু, হজরত রাসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ছয় উছুলের তবলীগ করেন নাই, অথচ আপনারা বলছেন যে, রাসুলুল্লাহর তবলীগ করেছেন, এতে নবীর (ছঃ) নামে মিথ্যা প্রচারণা ও অপবাদ কুফুরীর সামিল। যারা এরূপ অপবাদ করে তারা নিঃসন্দেহে কাফের।

অতঃপর মাওলানা রেজভী সাহেব তবলীগ পক্ষীয় দল কর্তৃক দাখিল করা কিতাব সমূহ হাতে নিয়ে প্রকাশ্য সভায় খুলিয়া দেখাইলেন ও প্রমাণ করিলেন যে এসব ইলিয়াসেরই ভ্রান্তমত বাদের পুস্তক। এবং ইলিয়াছের উক্তিতে ও তার আলোচনা উক্ত পুস্তকগুলি ভরপুর।

মলফুজাত ৫০ পৃষ্ঠা : কুন্তম খায়রা উম্মাতিন — — — — — — — এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে স্বপযোগে ইলিয়াসকে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। ইতি—